দৈনিক ইত্তেফাক

19

তারিখ 27 DEC 1986
পৃষ্ঠা ৩ কলাম 2

সমস্যাপীড়িত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পরিবেশ নাই

বিভিন্ন স্থানের বহু সংখ্যক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এইগুলিতে বেঞ্চসহ অন্যান্য আসবাবপত্রের অভাব প্রকট। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে। খবর ইত্তেফাক সংবাদদাতাদের।

নড়াইল : সরকারী উদ্যোগের অভাব এবং বেসরকারী উদ্যোগে অনীহার কারণে জেলার ৪০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা জীবন অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও জেলা প্রশাসন হইতে পরিচালিত জরিপে জানা যায় যে, গত বৎসর ২৯শে নভেম্বর ঘূর্ণিঝড়ে জেলার ৬৫টি প্রাথমিক গৃহ সম্পূর্ণবিধ্বস্ত এবং ১৭টি বিদ্যালয় আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু দীর্ঘ এক বছর অতিবাহিত হইলেও ক্ষতি-

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

বিভিন্ন প্রাথমিক

(৩য় পৃঃ পর)

গ্রস্ত বিদ্যালয়গুলি পুনঃনির্মাণ ও মেরামতের কোনই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নাই। ফলে এই ১৩২টি বিদ্যালয়ের প্রায় ৪০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশুনা ব্যাহত হইতেছে। সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ৬৫টি বিদ্যালয়ের গৃহ বলিতে কিছুই নাই। বসিবার জন্য কোন বেঞ্চ ও চেয়ার নাই। বৃষ্টির মৌসুমে আদৌ কোন ক্লাস হয় না। মুক্ত আকাশের নীচে কোন কোন বিদ্যালয়ে ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা চলে।

বগুড়া : বগুড়া জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের অভাব ও বিদ্যালয়গুলির জরাজীর্ণ অবস্থার দরুন ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে।

জেলার অধিকাংশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এইসব বিদ্যালয়ের অধিকাংশই টিনের ছাউনি এবং বেড়া বাঁশ দিয়া তৈরী। এমনও বিদ্যালয় রহিয়াছে যে, তাহাতে শুধু টিনের ছাউনিই রহিয়াছে, বেড়া নাই। প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে এই সকল বিদ্যালয় গৃহের অধিকাংশই বর্তমানে জরাজীর্ণ এবং কোনমতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে মাত্র। অনেক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস রুমের অভাবে খোলা আকাশের নীচে অথবা গাছ তলায় ক্লাস করিতে হয়। অধিকাংশ বিদ্যালয় গৃহের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়নের কাজে দীর্ঘদিন হাত দেওয়া হয় নাই।

সারিয়াকান্দি জেলার ১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্থান যমুনা নদীর ভাঙ্গনে নদীগর্ভে বিলীন হইয়া যাওয়ার ফলে আজও তাহা উঠান হয় নাই। একবছর পূর্বে একই উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের মাছিরপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহসহ অপর ২১টি বিদ্যালয় ভবন ঝড়ে বিধ্বস্ত হইলেও আজও তাহা মেরামত করা হয় নাই। জেলার ৯৬০টি সরকারী বিদ্যালয়ের মধ্যে ৮১৭টি বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেঞ্চ, চেয়ার, ব্লাকবোর্ড, টেবিল নাই। বেশীরভাগ বিদ্যালয়ে ৩ হইতে ৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রহিয়াছে। সারিয়াকান্দি উপজেলার চন্দনবাইশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ ভবন গত দুই বছর যাবৎ বহিরাগত জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি অবৈধভাবে দখল করিয়া থাকার ফলে সেখানে লেখাপড়া মোটেই হইতেছে না।

হবিগঞ্জ : জেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাব এবং স্কুল গৃহের জরাজীর্ণ অবস্থার কারণে লেখাপড়া বিঘ্নিত হইতেছে। জেলার ৮টি উপজেলায় ৭৩৩টি সরকারী ও ৮৩টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে।

অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বসার প্রয়োজনীয় বেঞ্চ ও ডেস্কের অভাবে মাটিতে বসিয়া লেখাপড়া করিতে হয়। গত বৎসরের বন্যায় জেলায় প্রাথবিদ্যালয়গুলির মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন এখনো বিভিন্নস্থানে মুছিয়া ফেলা সম্ভব হয় নাই। ঝড়-বৃষ্টির সময়ে এই সমস্ত জরাজীর্ণ স্কুল গৃহে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে জীবনের ঝুঁকি নিয়া ক্লাস করিতে হয়। কোন কোন গ্রামে নূতন স্কুল ভবন নির্মাণ অত্যাবশক হইয়া পড়িয়াছে।

বরগুনা : পাথরঘাটা উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন সমস্যায় ভুগিতেছে।

উপজেলায় প্রায় ৬০/৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬৫ জন শিক্ষক, শিক্ষিকা রহিয়াছেন। পায়খানা, প্রস্রাবখানা, নলকূপ, লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ, চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, ব্লাকবোর্ড, চক, ডাষ্টার মনচিত্র ও অন্যান্য আসবাবপত্রের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত।

কাঠালতলী কে বি মালতী সুন্দরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, খাসতক, ছিমলাতলা, নিজলাঠিমারা, পদনা, রূপদোন, কালমেঘা, ঘুটাবাছা, ছোট টেংরা, চরদুয়ানী, আমড়াতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সমস্যা ব্যাপক। বর্ষা মৌসুমে এই সকল বিদ্যালয়ের সমস্যার অন্তঃ নাই। সামান্য বৃষ্টিপাতেই চালা দিয়া বা ছাদ চুয়াইয়া পানি পড়িয়া মেঝে কর্দমাক্ত হইয়া যায়। বিদ্যালয়গুলির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ভিজিয়া যায়। আকাশে মেঘ দেখা দিলে অনেক বিদ্যালয় ছুটি দিয়া দেওয়া হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনেক বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও অদ্যাবধি এইগুলির সংস্কার করা হয় নাই। বিদ্যালয় ভবনের অভাবে কোন কোন বাড়ীর বৈঠকখানায় বিদ্যালয়ের কাজ চলে।